ত্রিপুরা সরকার

তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার

*****

<u>স-৩৩২২</u>

আগরতলা,১৮ অক্টোবর,২০২৫

প্রকাশিত সংবাদের স্পষ্টিকরণ

‘‘অস্বাস্থ্যকর পরিষেবা নিয়ে সরব হতেই রেফার রোগী,’’ এই শিরোনামে দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় ও ‘‘অক্সিজেন সিলিন্ডার অপরিচ্ছন্ন প্রতিবাদ করায় রোগীকে অন্যত্র রেফার,’’ এই শিরোনামে স্যন্দন পত্রিকায় গত ১৪ অক্টোবর, ২০২৫ প্রকাশিত সংবাদ দু’টি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের নজরে এসেছে।এই সংবাদগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে, আইজিএম হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট কর্তৃক গঠিত দুই সদস্যক তদন্ত কমিটির প্রদত্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে দপ্তরের পক্ষ থেকে স্পষ্টিকরণ দিয়ে জানানো যাচ্ছে যে, নিখিল ধর(৮২) নামে এক রোগী গত ২ থেকে ৩ মাস ধরে কাশি, একদিনের জ্বর এবং শ্বাসকষ্টের উপসর্গ নিয়ে ১১ অক্টোবর, ২০২৫ বিকেল ৪টা ৩০ মিনিট নাগাদ আইজিএম হাসপাতালের পুরুষ মেডিসিন ওয়ার্ডে ভর্তি হন। রোগী পূর্ব থেকেই টাইপ-২ ডায়াবেটিস মেলিটাস এবং হাইপারটেনশনের রোগী ছিলেন। রোগীকে ভর্তি করার সময় কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে পরীক্ষা করেন। রোগী তখন সচেতন ও সজাগ ছিলেন। তাঁর রক্তচাপ ছিল ১৮০/৭০ mmHg, পালস রেট ৮৪/মিনিট, SpO2 ৯৭% এবং রক্তে সুগার (র‍্যান্ডম) ছিল ১৬৩ mg/dl। রোগীর শ্বাস নেয়ার সময় বুকে ফাটল বা কর্কশ শব্দ (crepitation) আর শ্বাস ছাড়ার সময় নাক ডাকার মতো ঘড়ঘড়ে (Rhonchi) শব্দ শোনা যায় এবং সেই অনুযায়ী চিকিৎসা শুরু করা হয়। ১৩ অক্টোবর, ২০২৫ রোগীর আত্মীয় রঞ্জন ধর এবং নার্সিং ইন-চার্জ সুপ্রিয়া দাস সহ অন্যান্য নার্সদের মধ্যে অক্সিজেন সিলিন্ডারের খারাপ অবস্থার বিষয়ে বিতর্ক হয়। রঞ্জন ধর জানান, অক্সিজেন সিলিন্ডার ও কনসেন্ট্রেটরের অবস্থা ভালো নয় এবং তিনি ফিল্টারের জল ব্যবহারের পরিবর্তে মিনারেল জল ব্যবহারের দাবি তোলেন। পরে তিনি অভিযোগ করেন যে, তাঁর অভিযোগের কারণে রোগীকে আইজিএম হাসপাতাল থেকে এজিএমসি অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। টেলিফোনে কথোপকথনের সময় রঞ্জন ধর স্বীকার করেন যে তিনি এই অভিযোগ তুলেছেন এবং যা বলেছেন তা সত্য। তিনি জানান, তাঁর কাকা বর্তমানে জিবিপি হাসপাতালের আইসিইউতে ভর্তি এবং তিনি পরে এসে বিবৃতি দিতে চেষ্টা করবেন। নার্সিং ইন-চার্জ সুপ্রিয়া দাসের বিবৃতি অনুযায়ী, অক্সিজেন সিলিন্ডার প্রতিদিন পরিষ্কার করা হয় এবং ব্যবহৃত জল মেডিসিন বিভাগে স্থাপিত আর.ও. ফিল্টার থেকে নেওয়া হয়। চিকিৎসক ডাঃ দেবেশ দেববর্মার বিবৃতি অনুযায়ী, রোগী ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ, টাইপ-২ ডায়াবেটিস এবং হাইপারটেনশনের রোগী। রোগীর আরও চিকিৎসার জন্য পালমোনোলজিস্টের পরামর্শ প্রয়োজন। ডাঃ দেববর্মা জানান, কোনও অভিযোগের কারণে রোগীকে রেফার করা হয়নি। বরং আইজিএম হাসপাতালে পালমোনোলজিস্ট না থাকায় পরামর্শের প্রয়োজন ছিল। পরে ডাঃ বিভু রঞ্জন দাস রোগীকে এজিএমসি অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে রেফার করেন, যা ডাঃ দেববর্মার পরামর্শ অনুযায়ী বেড হেড টিকেটে নোট করা হয়। রেফার করার আগে যথাযথ পরামর্শ এবং রোগীর শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে রোগীর আত্মীয়দের জানানো হয়। তদন্তে জানা যায়, রঞ্জন ধর অক্সিজেন সিলিন্ডারের অস্বাস্থ্যকর অবস্থার বিষয়ে অভিযোগ তুলেছিলেন এবং তাঁর মতে সেই কারণেই রোগীকে রেফার করা হয়েছে।

২-এর পাতায়

তবে ডাঃ দেববর্মা এবং সুপ্রিয়া দাসের বিবৃতি অনুযায়ী, এটি সত্য নয়। রোগীর শারীরিক অবস্থা অনুযায়ী পালমোনোলজিস্টের পরামর্শ প্রয়োজন ছিল এবং আইজিএম হাসপাতালে সেই বিশেষজ্ঞ না থাকায় রেফার করা হয়েছে। তদন্ত কমিটির মতে, পুরো বিষয়টি সম্পূর্ণ সত্য নয়। রোগীর চিকিৎসায় কোনো অবহেলা ছিল না এবং রঞ্জন ধর কোনো চিকিৎসকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেননি। রোগীকে রেফার করা হয়েছে তাঁর শারীরিক অবস্থার ভিত্তিতে, অভিযোগের কারণে নয়। এটি তাঁর নিজস্ব ধারণা, যা তিনি বিবৃতিতে স্বীকার করেছেন। অক্সিজেন সিলিন্ডার ও কনসেন্ট্রেটরের অস্বাস্থ্যকর অবস্থার বিষয়ে রোগীর আত্মীয় রঞ্জন ধরের অভিযোগ আংশিক সত্য এবং এগুলোর সুষ্ঠু কার্যকারিতার জন্য নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন। এদিকে, আইজিএম হাসপাতালের অক্সিজেন সিলিন্ডার ও কনসেন্ট্রেটরের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দপ্তরের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

*****